116

আজকের কাগজ

তারিখ ... 14 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৮ ...

দেশের ৮০টি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় বন্ধের উপক্রম

মানিক আকবর : স্বনির্ভর বাংলাদেশ পরিচালিত দেশের ৮০টি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় বন্ধের আশংকা দেখা দিয়েছে। গত ৫ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে স্বনির্ভর বাংলাদেশ পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ আশংকা ব্যক্ত করেছেন। তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে গেলে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে না। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন স্বনির্ভর বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফ আলী। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন রবিউল আলম ও রঞ্জিত কুমার। ১৯৯৩ সালে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৩ বছর মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। স্বনির্ভর বাংলাদেশ সারাদেশে প্রথম পর্যায়ে ৮০টি ও ২য় পর্যায়ে ২১টি বিদ্যালয় চালু করে। প্রথম পর্যায়ের ৮০টি স্কুলের মধ্যে রয়েছে চুয়াডাঙ্গার ১২টি, টাঙ্গাইলের ২৮টি, লক্ষীপুরের ৯টি, নোয়াখালীর ৯টি, চাঁদপুরের ৮টি ও চট্টগ্রামের ১৪টি। প্রথম পর্যায়ের এই ৮০টি স্কুলের মেয়াদ গত ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে। অদ্যাবধি এই স্কুলগুলোর মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। এই স্কুলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫শ' ৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা বেকার ও ২৭ হাজার ৫শ' জন ছাত্র ছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। ২য় পর্যায়ের ২১টি স্কুলও ৯৬ সালের শেষ নাগাদ বন্ধ করে দেবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেলে এসব স্কুলে অধ্যায়নরত প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্র ছাত্রী ঝরে পড়বে। স্কুলগুলো চালু রাখার আবেদন জানিয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব বরাবর আবেদন করেছে।